দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 AUG 1995
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

32

বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) নিয়মনীতি না মেনে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং এই নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের দাবী জানিয়েছে।

গত কয়েক বছরে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেসরকারীভাবে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এ জন্য যে অনুমতি প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ তাদের তা দিয়েছে; তবে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এবং যেসব সুযোগ-সুবিধা দরকার সেগুলো পূরণ করারও নির্দেশ দিয়েছে। বস্তুত এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোক্তারা সেই নীতিমালা মেনে চলবে বলে নিশ্চয়তাও দিয়েছে। বিএমএ'র অভিযোগ এই যে, সেগুলো মেনে চলা হচ্ছে না।

বিএমএ একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান যে কোন অমূলক অভিযোগ করবে না সে সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যে নিয়মনীতি মেনে চলা হচ্ছে না সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজগুলোতে অব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমরাও তাই এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন।

আমরা নীতিগতভাবে বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধী নই। বিপুল জনসংখ্যা ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে আরও চিকিৎসক, আরও হাসপাতাল, আরও মেডিক্যাল কলেজের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এ জন্য যথার্থই জরুরী। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়—এ জন্য বেসরকারী উদ্যোগ অপরিহার্য। সরকারও এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। আর সে কারণেই বেসরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজগুলো যেন যথার্থই মেডিক্যাল কলেজ হয় এবং সেখানে যাতে সঠিকভাবে চিকিৎসাবিদ্যা ও আনুষঙ্গিক জ্ঞানদান করা হয়, বিশেষ করে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো নিছক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। সেই বিধিমালা অনুযায়ী বেসরকারী পর্যায়ের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, টেক-নিশিয়ান, স্টাফ এবং সাজসরঞ্জাম থাকতে হবে। দুঃখের বিষয়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো এসব শর্তের অনেকগুলোই পূরণ করেনি। সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেই। ফলে, সেখান থেকে যারা পাস করে বেরিয়ে আসবে তারা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্তে আনতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

আমাদের দেশের বর্তমান চিকিৎসা পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। এই অবস্থায় তা আরো সমস্যাজর্জরিত হোক—এটা কারো কাম্য হতে পারে না। আমরা তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহবান জানাচ্ছি।